চলন্তিকার ভক্তিঅর্ঘ্য

মাধুর

চলচ্চিকা চিত্র কলামন্দির প্রাইভেট লিমিটেড এর

ভক্তিঅর্ঘ্য

বাংলার চিরমধুর পালাকীর্ত্তন অবলম্বনে

মথুরা ও বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম

— মাথুর —

— কলাকুশলীবৃন্দ —

—প্রযোজনায়—
কিরণলেখা দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়

— রচনা ও পরিচালনা —
সুধীরবন্ধু

—সঙ্গীত প্রযোজনায়—
বিশ্ববিশ্রুত সুরশ্রষ্টা
দিলীপ কুমার রায়
— সুর যোজনায় সহযোগী—
গোবিন্দ গোপাল
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
—আবহ সঙ্গীত সংযোজনায়—
কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সহযোগী পরিচালনা : অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রধান কর্ম্ম সচিব : চক্রপানি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিত্র গ্রহনে : শচীন দাশগুপ্ত। শব্দধারণে : পরিতোষ বসু। সম্পাদনায় : সুকুমার মুখার্জি। রসায়নাগার : জগত রায় চৌধুরী ও জগত বসু।
আলোক সম্পাতে : বিমল দাস। দৃশ্য পরিকল্পনায় : হীরেন লাহিড়ী। পট শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। মৃৎ শিল্পী : গনেশ দাস, জিতেন পাল।
রূপসজ্জায় : সুবীর দত্ত। অঙ্গ সজ্জায় : গোবর্দ্ধন রক্ষিত, সন্তোষ নাথ, সূর্য্যকুমার দে। পোষাক পরিচ্ছদে : ডি, ব্রাদার্স। ব্যবস্থাপনায় : বিধুভূষণ ঘোষ।
তত্ত্বাবধানে : হারু মজুমদার। স্থির চিত্রগ্রহণে : নমর ব্যানার্জি। নৃত্য পরিচালক : অতীনলাল ও জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। যন্ত্র সঙ্গীতে : চলচ্চিকা অর্কেষ্ট্রা।
বাঁশী : হিমাংশু বিশ্বাস। পরিচয় লিখনে : মণি মিত্র। প্রচার সচিব : বীরেন মল্লিক।

—সহকারী কলাকুশলীবৃন্দ—

পরিচালনায় : রবীন্দ্র নাথ ঘোষ। চিত্র গ্রহণে : দেবেন দে, সুখেন্দু দাশগুপ্ত। শব্দ ধারণে : সমেন চ্যাটার্জি, জগদীশ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনায় : অরুণ তালুকদার। সঙ্গীত : অনিলকুমার, পুলিনবিহারী সরকার। দৃশ্য পরিকল্পনায় : লক্ষ্মণ, মনীন্দ্র, দৈত্যারী। ব্যবস্থাপনায় : বিশ্বনথ দত্ত
শিবনাথ দাস। রসায়নাগারে : প্রফুল্ল মুখার্জি, দুর্গাপদ বসু, মুকুন্দ পাল। আলোক সম্পাতে : অনিল, হরিপদ, অনন্ত, অজিত, নবকুমার, শান্তিশেখর, নীতল।
পটশিল্পী : রবি, প্রবোধ। রূপসজ্জায় : সুরেশ, শঙ্কর, তিনকড়ি।

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউসটোন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত

"মাথুর"

(সংক্ষিপ্তসার)

ক্ষমতায় আসীন কংসের অত্যাচারে মথুরায় আর ভগবান কৃষ্ণের নাম জপ করা সম্ভব নয়! বাধ্য হয়ে স্বর্গ হতে মর্ত্তলোকে চলে এলেন ঋষি নারদ কংস-নিধনের সংবাদ নিয়ে। তাঁর মুখের বাণী প্রচার হতে দেরী লাগে না।.....

শ্রীকৃষ্ণ জীবিত!—নারদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে মাতুল কংস ক্রোধবহ্নিতে অস্থির অসহ্য হয়ে উঠ্‌লেন। শ্রীকৃষ্ণকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবার জন্য কোন চিন্তাকেই বাদ দিলেন না। তাঁর এই অস্থিরতাকে গান গেয়ে শান্ত করেন বড় রাণী অস্তি।

অস্তির সহোদরা কংসেরই ছোট রাণী প্রাপ্তি আবার শ্রীকৃষ্ণ সাধনায় নিমগ্না। সহোদরার এই কৃষ্ণপ্রেমকে দুর্মতি ছাড়া কিছু ভাব্‌তে পারেন না অস্তি; এবং শীঘ্রই এর বিষম ফল ফলতে পারে এমনি আশংকায় শিহরিয়া ওঠেন তিনি। এজন্য প্রাপ্তিকে সাবধান করে দেন। ভগ্নীকে রক্ষা করবার জন্য বলেন—কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণকারীকে রাজা কংস কখনো ক্ষমা করেন না!

কিন্তু মহামতি কৃষ্ণ-ভক্ত অক্রুর বুঝতে পারেন না, কোন্ রহস্য বলে তিনি এই দর্পী কংসের ক্ষমালাভে সক্ষম, আর স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন! সর্বত্র কৃষ্ণভীতিতে কংস যখন অস্থির, তখন হঠাৎ একদিন গুপ্তশ্রেষ্ট অক্রুরকে ডেকে তিনি রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করবার বাসনা—বৈরাগ্যের ভাব উদয়ের কথা জোর দিয়ে জানিয়ে দিলেন! এও জানালেন, কৃষ্ণ এসে মথুরায় রাজ্য শাসন করুক। রাজা কংস একটা ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করলেন, মহাভাগ অক্রুরের ওপর সে কাজের ভার দিলেন।

* * *

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যৌবনপ্রাপ্ত! যুব-লীলা মাধুর্য তিনি ভরপুর! একদিকে বাল্যলীলার সাথীরা সব—শ্রীদাম, সুদাম, সুবল সখারা। আর একদিকে কৈশোরের যৌবনের সঙ্গিনী হিসাবে প্রথম ডাক এলো যাঁর কাছ থেকে—সেই বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা! সেই সঙ্গে পেলেন তিনি গোপিনীদের।

হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমময়ী! সখীরা সবাই এই প্রেমকে আরো গভীর নিবিড় করতে মনে প্রাণে সচেষ্ট হন। তাই দেখা যায়—কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দে সখী, ললিতা সখীর লীলাখেলায় ছল চাতুরীর অভাব নেই, অন্ত (নেই! ভক্ত ভগবানের শুধু

চেয়েই ক্ষান্ত হন না, পেয়েই নিশ্চিন্ত! শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা প্রেমে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু তথাপি ভক্ত রাধিকার অনুরাগিণী গোপিনীরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন কই! তাই ললিতা—বিশাখা—বৃন্দা সখীরা মিলে দাবি করলেন দাসখতের। শ্রীরাধিকা-প্রেমের দাসখত নিজহাতে লিখে দিতে হলো চিরনবীন চির-মধুর ভগবান কৃষ্ণকে! রাধিকা-প্রেমে ইহাই অমর সাক্ষী!

কিন্তু সর্বপ্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের কী মুক্তি আছে! মথুরাপুরীর মুক্তির জন্য অচিরেই ডাক পড়লো তাঁর। সাধক অক্রুর এলেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে রাজা কংসের ধনুর্যজ্ঞের আমন্ত্রণ দিয়ে! কর্তব্যের আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করবেন কী করে,—তিনি যে সর্বত্রাতা! তাই দেখা গেল, রাধা-প্রেমের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি চললেন মথুরায় আশু কর্তব্য কংস-নিধনের জন্য!.....

কিন্তু হায়! এদিকে বৃন্দাবনে যে জ্বলে উঠ্‌লো বিরহানল। রাধিকার বিরহজ্বালা গোপিনীদের ভাবিয়ে তুললো! সখীরা বিচার বিবেচনা করে চতুরা বৃন্দেসখীকে পাঠালেন রাধার দূতী করে মথুরায়;—যেমন করে হ'ক মাধবকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে!

* * *

মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম! প্রথমে কুব্জার শাপমোচন করলেন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কংসের বৈরাগ্যের অন্তরালে প্রচণ্ড জিঘাংসা জেগে উঠ্‌লো। যুগত্রাতা একে একে কংসের সব অসুর-শক্তি বিনাশ করলেন।

কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী, মাতামহ উগ্রসেনের বন্ধন মোচন করলেন। গুরুজনদের আদেশমত কুব্জাকে রাণী করে তিনি মথুরার রাজ-সিংহাসনে বসলেন। রাজ্যের শ্রী ফিরে এলো।

এদিকে বৃন্দেদূতী মথুরায় প্রবেশ করে অনেক চেষ্টা অনেক কষ্টের পর রাজ-সভায় যশোদা-দুলালের খোঁজ পেলেন! আশ্চর্য্য, সেই ননীচোরাই মথুরার রাজা!

তারপর?—তারপর সুরু হলো দূতীউৎসব! ভগবানের লীলা-অভিরাম ভাবতরঙ্গে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লো। তারপর?—তারপর "মাথুর" লীলাকীর্তনের সম্পূর্ণ রসঘন আনন্দ পরিবেষণ করবে অপূর্ব্ব ভাবসম্মিলনের মধে!

(১)

মনুরে চল চল চল্—
পথের সম্বল মন হরি বল।
মনোরথ, যাও রথে
ত্যাজ্য করি ন্যায্য পথে।
কেশ এস পথে পথে—
এখন চল ব্রজের পথে
পেয়ে সুপথ ভুলো না পথ
এখন চল ব্রজের পথে।
হবে পথের জয়
পেতে হবে সবাইকে ভাই পথের পরিচয়।
ধর্মপথে রেখো যতন
যদি পথে হওরে পতন
হবে তোমার কালের দমন
মনুরে চল্ চল্ চল্।
কালীয় দমন ভেবো চিত্তে—
সম্প্রতি দুর্মতি তাইতে
পাঠাইলে কংস
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস
তারে করবে ধ্বংস
হ'লে হরির কোপের অংশ
কংস হইবে নির্বংশ।

নারদ কয় এমন কুবংশ
কাজ কি থেকে মথুরাতে
এখন চল ব্রজের পথে।

(২)

জয় লক্ষ্মীনারায়ণ জগতজীবন
নমস্তে গোবিন্দ জয় নারায়ণ।
হের হের জগৎপতি
পাপভারে পূর্ণ ধরিত্রী।
কংসাদি রিপু ধ্বংস কর সম্প্রতি।
নমস্তে গোবিন্দ জয় নারায়ণ।
ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ওঁ॥

(৩)

তুম বিন মেরো কৌন করে প্রভু
ভকত-বছল গিরিধারী।
দীননাথ প্রভু দুষ্ট বিনাশক
কেশব কৃষ্ণ মুরারী।
পতিত উদ্ধারণ করুণা সাগর
মাধবকুঞ্জ বিহারী।
হে জগদীশ পরম পরমেশ্বর
মোহন মুরলীধারী॥
শঙ্খচক্র কর গদা পদ্ম লে
তুম বৃন্দাবন চারী।

গল বিহ্ বলে কমল দল নয়না
হে পীতাম্বরধারী।

(৪)

মন্দ মন্দ বহত পবন
বিরহীনী জন হৃদয় দহন
পিয়াকা কারণ ঝরত নয়ন
মোহন ফাগুন আওরে।
ফুটে রহে ফুল মাধবী মালতী
গেন্দী গোলাপ উজারি সেউথী,
আউর ফুটত চম্পক যুথী
অলি গুন্ গুন্ গুঞ্জরে।

(৫)

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজ মালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমো কিঙ্কন বিত্তায় নিত্ত গুণ বৃত্তায়ে।
আত্মারামায় শান্তায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব।
প্রাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগত বৎসল।

(৬)

প্রভুজী—

(আমায়) চাকর রাখো গো।

(তোমার) ফুলবাড়ীতে রইবো চাকর
মেলবো ফুলের মেলা;
ঘুম ভেঙ্গে রোজ তোমায় আমি
দেখবো সকাল বেলা।

(আমায়) চাকর রাখো গো!
গন্ধ ফুলের গাছ লাগাবো
লাল সাদা আর নীলা
বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে
গাইবো তোমার লীলা!

(আমায়) চাকর রাখো গো!
সবুজ সোভার বন সাজাবো,
জল-ভরা ঝিল-মাঝে,
শ্যামলে শ্যাম তোমায় আমি
দেখবো ফুলের সাজে।
যোগী এলেন যোগের লোভে
সন্ন্যাসী তপ লাগি,
ভক্ত এলেন বৃন্দাবনে
ভজন অনুরাগী

(আমায়) চাকর রাখো গো।

(৭)

রূপ লাগি, আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি, কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
সখী কী আর বলিব।

(৮)

ধীর বিজুরী বরণ গোরী
পেখনু ঘাটের কুলে
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে
ফুলের মালিকা ধরয়ে লুকিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
শ্রীমুখ হইতে বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস।
চরণ কমলে মল্ল তোড়ল
সুরঙ্গ যাবক রেখা।
ললিতা সখী কয় উল্লাসে হৃদয়
পুন কি হইবে দেখা।

(৯)

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা
নিলাজ কানাই
আমরা কুলের নারী
মোরা পরপুরুষের পবন পরশে
সচেলি সিনান করি।
তুমি নিলাজ কপট ছুঁয়োনা হে
তোমার বাতাস যেন লাগে না গায়ে
দূরেই থাক—
ওহে চোর চূড়ামণি—
তুমি ছুঁয়োনা হে—

(১০)

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমণি দানম্
ত্বমসি মম ভূষণম ত্বমসি মম জীবনম
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নম্,
স্থল কমল গঞ্জনম্ মম হৃদয় রঞ্জনম্
জনিত রাত রঙ্গ পরভাগম—রাধে—
স্মরগরল খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্।
দেহি পদবল্লভ মুদারম্।

(১১)

গোপাল—
কেশব কৃষ্ণ অনন্ত বিলাস
অচিন্ত্য বিকাস অনিন্দ্য মুরারি—
সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন
জগজন হৃদি বৃন্দাবন চারী।
সদানন্দ গোপাল ব্রজেশ্বর
দীনবন্ধু নটরাজ শুভঙ্কর
রাধাবল্লভ হরি পীতাম্বর
মোহন নুপুর মুরলীধারী।
লীলাময় নারায়ণ ঈশ্বর
পুরুষোত্তম নিরুপম দীপঙ্কর
অখিল রসামৃত মূর্তি মনোহর
পাপতাপ বন্ধন ভয়হারী।

(১২)

অক্রূর ক্রূর অতি, রথে লয়ে যদুপতি
দ্রুতগতি চলে মথুরায়।
আগে পাছে ধায় যত, ব্রজবালা উনমত
অঞ্চল ধুলায় লুটায়।
নামহি অক্রূর ক্রূর নীচাশয়
সোই আয়ল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল
কালিণী কালিম সাজ।
ছাড়িছে গোকুল চন্দ পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ হবে অনুমান করি সবে
• সবার আগে মরিবেক রাধা।

(১৩)

সখীরে—
তবে কেন, কেন সে বৃন্দাবন ছেড়ে
চলে যায়?
কেন সে চলে যায় বৃন্দাবন ছেড়ে
সে যে বলেছিলো সখী
সে যে আমায় বলেছিলো
বলেছিলো—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য
পাদমেকং ন গচ্ছামি।

(১৪)

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(১৫)

বসুদেবসুতং দেবং কংস-চানুর মর্দনম্
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্।
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগত পতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমঃস্তুতে
হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ
মুকুন্দ সৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং
মাং জগদীশ রক্ষ।

(১৬)

কান্ত গোপাল—
কান্তগোপাল নন্দদুলাল কৃষ্ণ মনমোহন।
দাও অনাথায় দয়াল কৃপা চরণে চিরশরণ।
লোকলাজ ভয় নয় নয় রাজকাজ বন্ধন।
প্রিয় পরিজন নয়ত আপন তুমিই পরমধন।
জগতের মধুপ্রেম প্রীতি বঁধু সঁপি আজ
রাঙ্গা পায়।
চাই অভিসার জানিনা যে তার কেমন
রীতি ধরায়
কারে বলে ধ্যান কারে বলে জ্ঞান
জানিনা কিছুই স্বামী।
শুনি তব নাম চাই গুণধাম
হতে দাসী শ্যাম আমি।

(১৭)

সখীরে—কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকী?—

(১৮)

তোমরা যতেক সখী থেকো মঝু সঙ্গে
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে।
ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দিও কাণে
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে।
কবহু গোপিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে,
সখী পিয়া দরশনে

(১৯)

বাঁশী আর বাজেনা রে
আমি—যাব না আর যমুনায়
বাঁশী আর বাজেনা রে—

(২০)

রাইধৈর্যং রহুধৈর্যং মম গচ্ছং মথুরায়ে।
রাধা প্রবোধিয়া শ্রীহরি স্মরিয়া
গজি গমনে ধায়ে।
পশুপাখী যত পথে কত শত
কিছু না মানয়ে ভীতে,
চুরবে পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে দুতি
আনন্দিত চিতে।
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা
অবিলম্বে মথুরা নগরে প্রবেশ করল ললনা।

(২১)

দুতি হে—দুতি হে—
যেতে দেবে না দেবে না—
গোকুলে গোপ গোঁয়ারী
রাজদ্বারে দ্বারী আছে
যেতে দেবে না দেবে না।
তাহা কাঁহা যাওবী নারী ?
সপ্তম দ্বার পরে রাজা বৈঠক
তাহা কাঁহা যাওবী নারী ?
এমন কাঙালিনীর বেশে
কেমন ক'রে যাবি গো।

(২২)

মধুপুর নাগরী, তুঁহু কি এ জানসি
সোই ভকত ভগবান, সখীরে—
সে যে রাজা নয়, রাজা নয়
দীনজন বান্ধব—রাজা নয় রাজা নয়
সে যে কাঙাল দেখলে কোলে লয়।
যে ডাকে তারি হয়
তোমার আমার একা নয়—
সোই ভকত ভগবান,
রাইক নাম শ্রবণে যব শুনব
ছোড়ব রাজ বিছান।
তোরা দেখ্‌বি যদি সঙ্গে আয়
রাধা নামের কত গুণ
দেখ্‌বি যদি সঙ্গে আয়
ছোড়ব রাজ বিছান।

(২৩)

রাধে—
জয় রাধে শ্রীরাধে,
জয় বৃন্দাবন বিলাসিনী
জয় রাস রাসেশ্বরী
জয় রাধে শ্রীরাধে—
রাধে—রাধে—রাধে— রাধে—রাধে।

(২৪)

এখন চিন্‌বে কেন চিন্তামণি
রাজা হয়েছো কুব্জা পেয়েছো;
আমি বৃন্দাবনে কাঙালিনী
চিনবে কেন চিন্তামণি।
যখন ছিল রাধার চিত্তে
তখন মোরে সদাই চিন্‌তে।
আজ বসেছো নাম কিনতে
পারবে না হে চিন্‌তে।

(২৫)

হরি কেমনে চিনিবে হে আমায়!
ওহে বন্ধুরায় ভুলে আছ মথুরায়—
ওহে হরি বনমালী বনমালা কৈ কৈ
যে বাঁশীতে রাধার নাম
সে বাঁশীটি কৈ কৈ ?
কোথা তব মোহন চূড়া
কোথা তব পীতধরা
ব্রজের মাখন চুরি করা
তাও কি মনে নাই ?
হরি গোপীগণের বস্ত্রহরা
তা—ও কি মনে নাই
হরি কেমনে চিনিবে আমায় ?

(২৬)

একটি শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
ধরিলাম নয়ন ফাঁদে
তারে হৃদয় পিঞ্জরে রাখিতাম সাদরে
মনহি শিকলে বেঁধে
নাগরি পাখী আর অন্য বুলি বলিত না,
হে কিশোরী—কেবল জয় রাধে
শ্রীরাধে বল তো।
যখন পড় পড় বলে দিতাম করতালি
ডাকিত শ্রীরাধা বলে।

(২৭)

মাধব তুঁহু সে রহলি মধুপুর
ব্রজপুর আকুল সুকুলে কলরব।
কানু কানু করি ঝুর গো
হে মাধব কানু—
ওরে ভাসছে সদাই নয়ন জলে
তোমার লাগি হে মাধব নয়ন জলে
ভাসছে সদাই—
যশোমতি নন্দ অঙ্কগম বৈঠক
রোয়ই চলই না পার।
সখাগণ বেণু ধেণু সব বিসরণ
রোয়ই ফিরি নগর বাজার।
ওগো কেঁদে বেড়ায়, তারা নগরে—
বাজারে কেঁদে বেড়ায়।

বিরহিণীর যে বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিশি বিরহ হুতাশ
সহজ যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহতী শ্রীবৃন্দাদাসী
অধিক হ'লো শুধু যমুনার জল অধিক হলো
ব্রজবাসীগণের চোখের জলে গোপাল
বলে কেঁদে কেঁদে—
যমুনার জল অধিক হ'লো।

(২৮)

বাঁকায় বাঁকায় মানিয়েছে ভালো
যেমন তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা
বাঁকায় বাঁকায় মিলনহোল।
সোজাতে আর মন ওঠে না
তার বাঁকায় মজলে কালসোনা।
ব্রজ ছেড়ে ননী চোরা
মথুরাতে রাজা হ'লো।
বাঁকায় বাঁকায় মানিয়েছে ভালো।

(২৯)

ঘির আঈ বদরিয়া কারীরে
ঘর আয়ে না বন বারি-রে।
ঘির আঈ বদরিয়া কারীরে—
মৈ বাট দেখ সখী হারীরে।
নহি আয়ে শ্যাম মুরারিরে।
হৈ মেঘন মোতীকী ঝোলী
লা ধরণীপর হৈ আখোকী
চন্দাকী নৈয়া হৈ ডোলী
না আয়ে হৃদয় বিহারীরে
নহী আয়ে শ্যাম মুরারী-রে।
কুঞ্জনবন মোরা গায়ে রহী
প্রভু আবো আবো বুলায়ে রহী
বৃন্দাবন সূনা হায়ে রহী
হৈ ব্যাকুল সব নর নারীরে।
নহি আয়ে শ্যাম মুরারিরে।
সাবন কী কালী রৈন পিয়া
হৈ বরস রহে দো নৈন পিয়া
কাসে কহু দিলকী বৈন পিয়া—
কর বিনতী রাধা—হারীরে
নহি আয়ে শ্যাম মুরারি-রে।

(৩০)

হা কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ
প্রাণ কৃষ্ণ আত্মা কৃষ্ণ দেহ কৃষ্ণ
জাত কৃষ্ণ কুল কৃষ্ণ
প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন।

(৩১)

ও কুব্জার বন্ধু
রাধানাথ আর বলবো না হে—
বলবো কুব্জার বন্ধু
ছিঃ ছিঃ কেমন করে
কোন পরাণে পাশরিলে
রাই মুখ ইন্দু।

হে রাজ মুকুটধারী, মহারাজ—
তুমি পাশ'রলে নবীন কিশোরী—
রাধার হরি বলবো না আর
বলবো কুঞ্জার বন্ধু।
রাই ধনী পাঠাল মোরে
দাশ খৎ দেখাবার তরে,
মোরা সবে সাক্ষী আছি
পদতলে নাম দিলে লিখে।
তুমি ব্রজে যাবে যবে
টিটকারী দিবে সবে।
বঁধু কোন লাজে
কইবে কথা ও কুঞ্জার বন্ধু।

(৩২)

যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো
সখী গো—
আমার জীবন ভরণ পরশ রতন
বাঁচেরি সমান ভেল
জীবন আমার বিফলে গেল
কোন কাজেই লাগলো না গো।
আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনী হয়ে যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি—
দে দে আমায় সাজায়ে দে গো
আমার ভূষণ ভাল লাগে না গো,
যোগিনীর বেশে সাজায়ে দে গো।

আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
যাইব যোগিনী হয়ে—
যদি মিলায় বিধি মম গুণ নিধি
বাঁধিব অঞ্চল করি
আমি অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব।
সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে
অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব।
গোকুল চন্দ্র—

(৩৩)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কেবা এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আরো দেশ।
কিথা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেই সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিধি মিলায়েছে জেনে।
যতেক তোমারে পিরীতি করুক
তেমন পিরীতি হবে না।
রাধা নাথ বিনে, কুবুজার নাথ
কেহ তো তোমারে কবে না।

কি আর কহিব, মনের বেদনা,
কহিতে যে দুখ পাই।
বৃন্দাদাসী কহে কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায়।

(৩৪)

ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণের
নামেরে—
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার
প্রাণরে।

(৩৫)

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ নব নব
বিকশিত ফুল
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল মাতল
নব অলিকুল।
বাজত ত্রিগি ত্রিগি ধোত্রিম ত্রিমিয়া
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করতাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া।
ডগমগ ডম্ফ ত্রিমিকি ত্রিমি মাদল
রুনু ঝুনু মঞ্জীর বোল্।
কিঙ্কিনী রণরণি ঝাঃ বলয়া কনয়া মনি ঝা
নিধুবনে হিয়া উতরোল।
বীন রবার—মুরজ স্বর মণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা সা
ঘেটতা ঘেটতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল কররাব কররাব।

চরিত্র চিত্রণে :—

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দ্রনাথ, ওঙ্কারনাথ, নবকুমার, নৃপতি, কৃষ্ণ সেন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, অনিত কুমার

* * * *

সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা, দেবযানী, শিখা বাগ, যুথিকা, মিতা, আশা দেবী, চিত্রা, ঋতা, রঞ্জনা, সুমিতা, সুপ্রিয়া, সাধনা ও আরও অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা)। সঙ্গীতশাস্ত্রী ডক্টর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি। শ্রীযুক্ত হরিদাস কর। শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় (এম্-এ-পি-এইচ-ডি)। কলিকাতা পিঞ্জরাপোল সোসাইটি, সোদপুর।

(সৌজন্য প্রকাশ)

গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড্ এর সৌজন্যে—"বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম……"
হিন্দুস্থান মিউজিকাল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড্ এর সৌজন্যে—"যদি গোকুল চন্দ্র……"

সঙ্গীত রচয়িতা মহাজন কবি :—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, জয়দেব, মীরাবাঈ, ইন্দিরা দেবী, কবি সত্যেন দত্ত ও দিলীপ কুমার রায়।

—নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে—

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, কৃষ্ণ সেন, অনিত কুমার, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও দিলীপ কুমার রায়।

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ভট্টাচার্য্য (লক্ষ্মৌ), রেণুকা দাশগুপ্তা (সেনগুপ্তা), মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পিকচার্স পরিবেশিত

দেবকী বসুর

রত্নদীপ

গঠন পথে

প্রভাস মিলন

অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

পরিবেশক : আনন্দ পিকচার্স
১০২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২